রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ১৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৩০, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৩৯—৪৪৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯৭—৫৩৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১৩—৪৩২
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩২/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০২৮.২৫.৭৭**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব এস. এ. বি. বাকিউল হক, পিতা-এস. এ. বি. সিরাজুল হক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারি হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসান মাহমুদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ চৈত্র ১৪৩২/০২ এপ্রিল ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৬.২৭.০০১৫.২৫.১৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ মজিবুর রহমান মজুমদার, জেল সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার গত ০১-১০-২০২৩ হতে ২২-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মৌলভীবাজার জেলা কারাগারে কর্মকালীন গত ১৬-০৩-২০২৫ তারিখ ইফতারের ১০ মিনিট পূর্বে জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেন, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভীবাজার আকস্মিক মৌলভীবাজার জেলা কারাগারে পরিদর্শন করেন এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর স্মারক নং-০৫.৪৬.৫৮০০.০০১.১৬.০০৪.২৩-২১২ তারিখ: ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। পরিদর্শনকালে কয়েদি ও হাজতিদের জন্য সরকার হতে বরাদ্দকৃত ইফতার ও সন্ধ্যা রাতের খাবার নিজে গ্রহণ করে খাবারের মান পর্যবেক্ষণ করেন। ইফতারে মাথাপিছু ছোট ১টি নিম্নমানের খেজুর, সামান্য কিছু বুট/ ছোলা, অল্প পরিমাণ মুড়ি এবং রাতের খাবারে ভাত, অল্প সবজি, খুবই ছোট ১ টুকরো (খণ্ডিত) তেলাপিয়া মাছ ও ১ চামচ ঘনডাল সরবরাহ করেন। পর্যাপ্ত খাদ্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও রান্নায় তেল, লবণ, পেঁয়াজ, মরিচসহ অন্যান্য মসলা ব্যবহার করে খাবারের স্বাদ ও মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন;

যেহেতু, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভীবাজার পরিদর্শনকালে কয়েদি ও হাজতিদের জন্য সরকার হতে বরাদ্দকৃত ইফতার ও সন্ধ্যা রাতের খাবার নিজে গ্রহণ করে খাবারের মান পর্যবেক্ষণ করেন। খাবারের মান সম্পর্কে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাস করলে তিনি পাল্টা জবাব দেন 'রান্না কয়েদি/হাজতিরা তৈরি করে থাকে'। এর মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাতে চেয়েছেন খাবারের মান এরূপ হবে, ভালো হবে না; কারণ খাবার কয়েদি/হাজতিরা প্রস্তুত করে থাকে;

যেহেতু, পরিদর্শনকালে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর সফর সঙ্গীরা সুরমা-১ নং ওয়ার্ডে ফ্লোরে বসে ইফতার গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি ফ্লোরে না বসে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে ইফতার গ্রহণ করেননি। কারা বন্দিরা তাকে ইফতার দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি ইফতার গ্রহণ না করে নিজ অবস্থানে অনড় থাকেন এবং পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণে পাল্টা জবাব দেন। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্দিদের সাথে ফ্লোরে বসে ইফতার গ্রহণকালে তার ইফতার গ্রহণ না করে দাঁড়িয়ে থাকায় তিনি বিব্রতবোধ করেছেন। তদন্ত কমিটি তাঁকে ইফতার গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাস করলে তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের খাবার অবিলিকৃত থাকায় খাবার পরিমাণে কম পড়তে পারার কারণে ইফতার গ্রহণ করেননি এবং বসার প্রয়োজন মনে করেননি;

যেহেতু, ১৭-০৩-২০২৫ তারিখ বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভীবাজার এর পরিদর্শন প্রতিবেদন সম্পর্কে তিনি মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের পত্র নং-৫৮.০৪.৫৮০০.১৬০.০৪.০০৩.২৫-১১৭৪(৩) তারিখ: ০৮-০৪-২০২৫ মূলে "বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভীবাজার কারাগারে সরবরাহকৃত ভাত, ডাল ও সবজির বিষয়ে বন্দি ও কর্তব্যরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেন্যু ও পরিমাণ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস না করে বিরূপ মন্তব্য করেন যা একেবারেই অনাকাঙ্খিত ও দুঃখজনক" মর্মে কারা মহাপরিদর্শক বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। তাঁর এহেন কার্যকলাপ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সুস্পষ্টভাবে অবমাননা, শিষ্টাচার-বহির্ভূত এবং চাকরি বিধি-বহির্ভূত আচরণ;

যেহেতু, জনাব মোঃ মজিবুর রহমান মজুমদার, জেলা সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার (সাবেক কর্মস্থল: মৌলভীবাজার জেলা কারাগার)-এর উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর ২(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর শামিল। তাঁর এহেন আচরণের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী তাকে **'অসদাচরণ'** এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা-১৩/২০২৫ নম্বর রুজু করে অভিযোগনাম ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত গত ০৩-১১-২০২৫ তারিখে বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, ০১-০৪-২০২৫ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিঅন্তে আনীত অভিযোগ, তার দাখিলকৃত জবাব ও উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনায় তাঁর ওপর 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ মজিবুর রহমান মজুমদার, জেলা সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার (সাবেক কর্মস্থল: মৌলভীবাজার জেলা কারাগার)- কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী **'তিরস্কার'** সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৪৫**—আদিষ্ট হয়ে আরএমপি, রাজশাহীর মতিহার থানার মামলা নং-৩৭, তারিখ-৩০-১২-২০২০ খ্রি.-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৮/৯(৩)/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৪৬**—আদিষ্ট হয়ে সিলেট, এসএমপি, কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৫৬, তারিখ-২৯-০৮-২০২৩ খ্রি.-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামী সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৮/৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৪৭**—আদিষ্ট হয়ে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানার মামলা নং-৩৩, তারিখ-২১-০৯-২০২৩ খ্রি.-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৮/৯(৩)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৪৮**—আদিষ্ট হয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার মামলা নং-০২, তারিখ: ০২-০৩-২০২৪ খ্রি., এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৮/৯(৩)/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.১৩.০০৩৫.২১.২৫২—জনাব একেএম শহিদুর রহমান, বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি (বিপি-৬৫৯১০২০৯৩৯), অতিরিক্ত আইজিপি (গ্রেড-১), মহাপরিচালক, র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, ঢাকা-এর জন্ম তারিখ ০১-১০-১৯৬৫ খ্রিঃ। সে প্রেক্ষিতে তার বয়স ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্তিতে গত ৩০-০৯-২০২৪ খ্রি. তারিখ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪৩ (১)(ক) অনুযায়ী তাকে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণের জন্য ধার্য ছিল। কিন্তু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে গত ১০-৮-২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে অবসর-উত্তর সুবিধাদি স্থগিতের শর্তে ০১ অক্টোবর ২০২৪ হতে অথবা যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ০১ (এক) বছর অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ৩১-১০-২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে পূর্বের চুক্তির ধারাবাহিকতায় ০১-১০-২০২৫ তারিখ হতে ১৫-০৩-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়।

২। উক্ত কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ গত ১৫-৩-২০২৬ খ্রি. তারিখ শেষ হওয়ায় তার অনুকূলে ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ লাম্পগ্রান্টসহ ১৬-৩-২০২৬ খ্রি. তারিখ হতে ১৫-০৩-২০২৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১ (এক) বছরের অবসর-উত্তর ছুটি (পি. আর. এল) মঞ্জুর করা হলো।

৩। তিনি বিধি অনুযায়ী অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটিকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তৌছিফ আহমেদ
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪৩২/০৭ এপ্রিল ২০২৬

নং**২৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২২.২০১৯-১৫৭**—যেহেতু, জনাব সুমন কুমার নন্দী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনায় কর্মরত অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে ১২/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি ২০-১০-২০১৯ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তিনি দুদকের মামলায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। পরবর্তীতে, গত ২৬-০৮-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: সারোয়ার আলমকে সভাপতি করে যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সুমন কুমার নন্দী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১৪-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৫-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় গুরুদণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব সুমন কুমার নন্দীকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে। সুতরাং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা প্রয়োজন;

০৪। সেহেতু, জনাব সুমন কুমার নন্দী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

০৫। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সুমন কুমার নন্দী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪-০৭-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি- মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪৩২/০৫ এপ্রিল ২০২৬

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৬.০২৫.২৪.১৯০**—বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ এবং ২০১৩) ধারা ৪-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একই আইনের ধারা ১৮(৫) এবং ১৮(৭) এর বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিদ্যমান অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ইতঃপূর্বে জারীকৃত পত্রের (১৯-০৩-২০২৫ তারিখের ৪৭.০০. ০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬.১৩৬ নম্বর প্রজ্ঞাপন) ধারাবাহিকতায় ১১-০৩-২০২৬ তারিখ হতে ১২-০৫-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কল্যাণ চৌধুরী
উপসচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন, ১৪৩২/১১ মার্চ, ২০২৬

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.০২.০০২.১৯-৮৫**—'দর্দ-কা-রিস্তা' ছায়াছবির আয়লব্ধ তহবিল হতে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী, পঙ্গু ও অক্ষম শিশুদের সাহায্যার্থে গত ২৯-০১-২০২০ তারিখের ২৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত কমিটিতে ০২ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করে নিম্নোক্ত ০৯ (নয়) সদস্যের সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়;

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়;

৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন;

৪. যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়;

৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)

৬. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদা)

৭. জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন)

৮. জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালের (পঙ্গু হাসপাতাল) একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন)

সদস্য-সচিব

৯. উপসচিব (চলচ্চিত্র-১), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

০২। কমিটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত উপ-কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে সাহায্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তসলিমা নূর হোসেন
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ চৈত্র ১৪৩২/৩০ মার্চ ২০২৬

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৬.৩২.০০৩.০৪-২৯**—যেহেতু, বাংলাদেশ-নাইজেরিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন, যার লাইসেন্স নং ১৫/২০০৫, তারিখ: ৩০-০৪-২০০৫;

যেহেতু, বাংলাদেশ-নাইজেরিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লাইসেন্স প্রাপ্তির পর হতে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট এবং নির্বাচনের প্রতিবেদনের কপি অত্র মন্ত্রণালয় এবং যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে দাখিলে ব্যর্থ হয়, যা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর ০৭ বিধির পরিপন্থি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ-নাইজেরিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না সে বিষয়ে শুনানিতে বাংলাদেশ-নাইজেরিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হতে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, সংগঠনটি লাইসেন্স এ প্রদত্ত আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাংলাদেশ-নাইজেরিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর লাইসেন্স এর শর্ত অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না;

সেহেতু, বাংলাদেশ-নাইজেরিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর অনুকূলে মন্ত্রণালয় হতে প্রদানকৃত ৩০-০৪-২০০৫ তারিখের ১৫/২০০৫ নম্বর লাইসেন্স বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২ এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ২০২৫ এর ৭ বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা বাতিল করিল।

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪৩২/৩১ মার্চ ২০২৬

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৬.৩২.০১৩.০২-৩০**—যেহেতু, ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন, যার লাইসেন্স নং ৩৩/২০০৬, তারিখ: ২৭-১২-২০০৬;

যেহেতু, ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ২০১০ সাল থেকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট এবং নির্বাচনের প্রতিবেদনের কপি অত্র মন্ত্রণালয় এবং যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে দাখিলে ব্যর্থ হয়, যা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর ০৭ বিধির পরিপন্থি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৭ অনুযায়ী ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না সে বিষয়ে শুনানিতে ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হতে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, সংগঠনটি লাইসেন্স এ প্রদত্ত আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর লাইসেন্স এর শর্ত অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না;

সেহেতু, ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর অনুকূলে মন্ত্রণালয় হতে প্রদানকৃত ২৭-১২-২০০৬ তারিখের ৩৩/২০০৬ নম্বর লাইসেন্স বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২ এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ২০২৫ এর ৭ বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা বাতিল করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমীন
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ চৈত্র ১৪৩২/০১ এপ্রিল ২০২৬

নং **০৫.০০.০০০০০.০০০.১৮৪.২৭.০০০৩.২৪-১০**—যেহেতু, মিজ রুম্পা সিকদার (পরিচিতি নং ১৭১১১), আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নলছিটি ঝালকাঠি) গত ০৮ জুলাই ২০১৯ হতে ০১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নলছিটি হিসাবে কর্মরত থাকাকালে নলছিটি উপজেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তৃতীয় পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ৩০২ (তিনশত দুই) টি ঘরের মধ্যে মাটিভাঙ্গা (চর ষাটপাকিয়া) এলাকায় ১২৮ (একশত আটাশ) টি ঘর নির্মাণের জন্য ১,৪৫,৪৭,৫০০/- (এক কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা বরাদ্দ পান। পরবর্তীতে উক্ত উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: নজরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৮১৬৮) কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে মাটিভাঙ্গা (চর ষাটপাকিয়া) আশ্রয়ণে তৃতীয় পর্যায়ের উক্ত ১২৮ (একশত আটাশ) টি ঘরের মধ্যে ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি ঘর নির্মাণকরা হয়নি মর্মে পরিলক্ষিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব বিজন কৃষ্ণ খরাতীকে যৌথভাবে উক্ত ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি ঘর নির্মাণ না করার কারণ জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রেক্ষিতে জনাব বিজন কৃষ্ণ খরাতী অনির্মিত উক্ত ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি ঘর নির্মাণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং সে মোতাবেক ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে ঘর প্রতি বর্তমান রেট অনুযায়ী ৩,০৪,০০০/- (তিন লক্ষ চার হাজার) টাকা ও পরিবহন ব্যয়সহ সর্বমোট ১,৬৯,৯৫,০০০/- (এক কোটি উনসত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল কর্তৃক তাঁকে কঠোরভাবে নির্দেশনা প্রদান করার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে জনাব বিজন কৃষ্ণ খরাতী কর্তৃক উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করা হয়। মিজ রুম্পা সিকদার (পরিচিতি নং ১৭১১১), আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নলছিটি, ঝালকাঠি) তার কর্মকালীন সময়ে উক্ত ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি ঘর নির্মাণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে জনাব বিজন কৃষ্ণ খরাতীর প্রস্তাবে সমুদয় অর্থের চেকে স্বাক্ষর করেছেন এবং গৃহ প্রদান নীতিমালা, ২০২০ অনুযায়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঘর নির্মাণের কথা থাকলেও সভাপতি হিসাবে সেটি অনুসরণ করে নির্মিত ঘরসমূহের কাজের গুনগত মান নিশ্চিত না করে তিনি কর্তব্য কাজে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন; তার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৯-১২-২০২৪ তারিখে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে ০২০/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

০২। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২৬-০২-২০২৫ তারিখে বিভাগীয় মামলার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, মিজ্ রুম্পা সিকদার (পরিচিতি নং ১৭১১১), আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নলছিটি, ঝালকাঠি) এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব বিজন কৃষ্ণ খরাতী এর যৌথ স্বাক্ষরে ঘর নির্মাণের টাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি ঘর নির্মাণ করা না হলেও রুম্পা সিকদার নলসিটি উপজেলা থেকে বিদায়ের সময় উক্ত টাকা সম্পর্কে কোন তথ্য বিবরণী কাগজে লিপিবদ্ধ করেন নাই। একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কত টাকার চেক তিনি স্বাক্ষর করেছেন এবং সেই টাকা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে তার সকল প্রমাণক এবং তা দাপ্তরিক নথিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। তাই এখনে মিজ্ রুম্পা সিকদার (পরিচিতি নং ১৭১১১), আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নলছিটি ঝালকাঠী) প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব এবং কর্তব্যে অবহেলা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, মিজ রুম্পা সিকদার (পরিচিতি নং ১৭১১১), আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নলছিটি, ঝালকাঠি)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, মিজ রুম্পা সিকদার (পরিচিতি নং ১৭১১১), আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নলছিটি, ঝালকাঠী) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার কারণ দর্শানোর জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত 'অসদাচারণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী ২ বছরের জন্য 'বেতন বৃদ্ধি স্থগিত' শীর্ষক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪৩২/৩১ মার্চ ২০২৬

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০২.২৩-৩৯/১(১৮)**—যেহেতু, সৈয়দ ফারুক আহম্মদ (পরিচিতি-১৫৪৯৯), প্রাক্তন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব), সিলেট বর্তমানে উপ পরিচালক (উপসচিব), পাট অধিদপ্তর, ঢাকা হিসেবে কর্মকালীন হবিগঞ্জ জেলাধীন চুনারুঘাট উপজেলার ১০৭ নম্বর দেওরগাছ মৌজার এস.এ ১০৭৪ নম্বর দাগ হতে সৃজিত আর. এস ১৫৪৭ নম্বর দাগের ২.৬৪ একর ভূমি প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৪২(ক) বিধিমতে রুজুকৃত ৯৩০/২০১৯ নম্বর বিবিধ মামলায় দলিল ও জমির রেকর্ড পত্র যথাযথভাবে বিশ্লেষণ না করে রায় প্রদান করে উক্ত ভূমি সরকারের নামে রেকর্ড প্রণয়ন না করে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড প্রণয়ন করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৪/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখের ১০ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, সৈয়দ ফারুক আহম্মদ (পরিচিতি-১৫৪৯৯), প্রাক্তন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব), সিলেট বর্তমানে উপ-পরিচালক (উপসচিব), পাট অধিদপ্তর, ঢাকা ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০১-০৬-২০২৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এনডিসি (পরিচিতি নম্বর-৬৩৯৯), অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে উক্ত ০৪/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রউফ (পরিচিতি নম্বর-৬৩৯৯), অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯-১১-২০২৫ তারিখে সৈয়দ ফারুক আহম্মদ (পরিচিতি-১৫৪৯৯), এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ)বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি; মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৫। সেহেতু, সৈয়দ ফারুক আহম্মদ (পরিচিতি-১৫৪৯৯), প্রাক্তন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব), সিলেট বর্তমানে উপ-পরিচালক (উপসচিব), পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩১ মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.২৪-২০৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে বেগম সুমাইয়া আক্তার, কাদের মঞ্জিল, সামারভিউ আ/এ, বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম প্রতারণা, শারীরিক ও মানসিক হয়রানি এবং সাইবার ক্রাইমের অভিযোগ দায়ের করেন; তৎপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম হতে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির সরেজমিনে এবং প্রাথমিক তদন্তে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি বিয়ের প্রলোভন বা আশ্বাসে বেগম সুমাইয়া আক্তার-এর সাথে সম্পর্ক চালিয়ে গিয়েছেন; অভিযোগকারীর সাথে তার বিবাহ পূর্ববর্তী ও বিবাহ পরবর্তী সময়ে তিনি বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন বলে তদন্ত কমিটির নিকট স্বীকার করেন; মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অভিযোগকারীর গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করলেও অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটিং-এর স্ক্রিনশট পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি গর্ভধারণের বিষয়টি শুরু থেকেই জানতেন এবং অভিযোগকারীকে গর্ভপাতের ঔষধ খেয়ে গর্ভপাত করার জন্য প্ররোচিত করেন; তার এসকল কার্যক্রম নৈতিকস্খলনজনিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত; এবং

০৩। যেহেতু, এডমিন রিসোর্টের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ হতে দেখা যায় যে, তিনি অভিযোগকারীকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সকলের অগোচরে নিজ কক্ষে একান্ত সময় কাটিয়েছেন; ফেসবুকে পরিচয়, বিয়ের কথাবার্তার মাধ্যমে সম্পর্ক চালানোর পাশাপাশি অভিযোগকারীর সাথে তার বিবাহ-পূর্ব এবং বিবাহ-পরবর্তী সময়ে তিনি এডমিন রিসোর্টে সকলের অগোচরে অনৈতিকভাবে একান্ত সময় ব্যয় করেছেন যা নৈতিক স্খলনের সামিল; এবং

০৪। যেহেতু, একজন সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে বিবাহিত হওয়ার পরও তিনি তার পুরানো সম্পর্কের ব্যক্তির সাথে শারীরিকভাবে সম্পর্ক চালিয়ে গিয়েছেন; এমনকি অভিযোগকারীর অভিযোগ প্রদানের পরও তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ করেন; এবং অভিযোগকারীর সাথে সম্পর্ক এমনকি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের পরও বিষয়টি পরিবারের নিকট গোপন রেখে অন্যত্র সম্পর্ক স্থাপন ও বিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগকারীর সাথে পুনরায় শারীরিক সম্পর্কে জড়ানো অসততা ও প্রতারণা বলে প্রতীয়মান হয়, এবং

০৫। যেহেতু, তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; উপর্যুক্ত অপরাধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

০৬। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৮-১০-২০২৪ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ০৫-০২-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৭। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ০৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৭(৮) অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী তাকে কেন 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ গত ০৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত ই-মেইলে (Sitarek77 @gmail.com) এবং তার বর্তমান অফিসের ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়; এবং

০৮। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যলয়, চট্টগ্রাম দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করে ২১-০৮-২০২৫ হতে ০৩-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ (দশ) কার্যাদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন; 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৭ নং বিধির ৯ নং উপ-বিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর পরে সময় বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নাই বিধায় তার সময় বৃদ্ধির আবেদন নথিজাত করা হয়; অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম কর্তৃক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ে প্রদান না করার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড প্রদানের পূর্বের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৭ (১০) ও 'বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯' এর ৬ নং রেগুলেশন অনুযায়ী উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়; বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম-কে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

০৯। সেহেতু, জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' এর ৩ (খ) বিধি অনুয়ায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত গুরুদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

১০। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ চৈত্র ১৪৩২/০৮ এপ্রিল ২০২৬

নং **২০.০১.০০০০.০০০.০২০.১৪.০০২৭.২৬.৬৩**—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং সরকারের ইশতেহার বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে অর্থনৈতিক কৌশল (২০২৬-২৩০) প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো:

কমিটির গঠন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্রমিক	নাম ও দপ্তর	পদবি
	সভাপতি	
১.	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
	সদস্যবৃন্দ	
২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	
৩.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
৪.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	
৫.	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	
৬.	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
৭.	সদস্য (সিনিয়র সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	
৮.	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	
৯.	সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
১০.	সচিব, অর্থ বিভাগ	
১১.	মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	
১২.	সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	
১৩.	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	
১৪.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	
১৫.	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	
১৬.	সদস্য (সচিব), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন	
১৭.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	
১৮.	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	
১৯.	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	
২০.	সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	
২১.	সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
২২.	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	
২৩.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
২৪.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	
২৫.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	
২৬.	সচিব, সেতু বিভাগ	
২৭.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	
২৮.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	
২৯.	পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
৩০.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
৩১.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	

সদস্যবৃন্দ

৩২. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৩৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

৩৫. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩৬. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৩৭. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৩৮. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ

৩৯. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৪০. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৪১. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

৪২. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

৪৩. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৪৪. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪৫. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৪৬. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪৭. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

৪৮. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪৯. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৫০. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

৫১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

৫২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৫৩. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৫৪. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৫৫. সদস্য (সচিব), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

৫৬. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৫৭. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৫৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫৯. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৬০. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

সদস্য-সচিব

৬১. সদস্য, (সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

০২। কমিটির কার্য-পরিধিঃ

(ক) অর্থনৈতিক কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সামগ্রিকভাবে সহযোগিতা প্রদান, তদারকিকরণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

(খ) অর্থনৈতিক কৌশল ধারণাপত্র (Concept Paper) অনুমোদন করা।

(গ) অর্থনৈতিক কৌশলের সামষ্টিক এবং খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান।

(ঘ) অর্থনৈতিক কৌশল বাস্তাবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে দিক নির্দেশনা প্রদান।

(ঙ) অর্থনৈতিক কৌশলের খসড়া পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)-এর নিকট সুপারিশ প্রদান।

৩। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট (Co-opt) করতে পারবে।

৪। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার্থে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ সাকিব আল রাব্বি
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ও
সহকারী প্রকল্প পরিচালক।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ডি-৩০ (বিমান পূর্ত) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪৩২/০৮ এপ্রিল ২০২৬

নং **২৩.০০.০০০০.০০০.২৮৫.৬৪.০০১৪.২৫-৩৫**—ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০ অনুসারে ড্রোন আমদানি, তৈরি ও সংযোজন-ড্রোন বা ড্রোনের যন্ত্রাংশ আমদানি, তৈরি ও সংযোজনের কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনাপত্তি প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি পুর্নগঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

(ক) অনুবিভাগ প্রধান (অনুবিভাগ-৩), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(খ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি [যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক্স পরিদপ্তর-০১ (এক) জন এবং এটিএস পরিদপ্তর-০১ (এক) জন]

(গ) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি

(ঘ) এমআইএসটি'র ০১ (এক) জন প্রতিনিধি

(ঙ) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি

(চ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি

(ছ) উপদেষ্টা (বিমান পূর্ত), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

(জ) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ডি-৩০ (বিমান পূর্ত) শাখা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত কর্ম-পরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২। ইতঃপূর্বে আকাশ আলোকচিত্র ধারণে অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে Key Point Installation (KPI) ভুক্ত এলাকাসমূহের নিরাপত্তা সংরক্ষণের স্বার্থে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর ২৩.০০.০০০০.০৫০.৬৪.০০৩.২১-০৭, তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৩-এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি বাতিল করা হলো।

৩। এ কমিটি ড্রোন আমদানি, তৈরি ও সংযোজন-ড্রোন বা ড্রোনের যন্ত্রাংশ আমদানি, তৈরি ও সংযোজনের কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০ অনুসারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনাপত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০১ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭০.২২.২১৬**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০৯৭৫ ক্যাপ্টেন নাদিয়া আফরিন মনি, অর্ডন্যান্স-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ চৈত্র ১৪৩২/০২ এপ্রিল ২০২৬

নং **৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০২২.১৬(অংশ-১).৪২**—ডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ এর ১৬ ধারা এবং ডিএনএ বিধিমালা ২০১৮ এর ৩৬ বিধি মোতাবেক "ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী উপদেষ্টা পরিষদ" নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো:

চেয়ারম্যান

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ভাইস-চেয়ারম্যান

(খ) সিনিয়র সচিব/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(গ) মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

(ঘ) যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(ঙ) যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(চ) যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(ছ) যুগ্মসচিব (নাশিনিপ্র), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(জ) ডিআইজি (ফরেনসিক), সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা

(ঝ) ডেপুটি এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (এটর্নী জেনারেল কর্তৃক মনোনীত)

(ঞ) বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা

(ট) চেয়ারম্যান, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকিউলার বায়োলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ঠ) চেয়ারম্যান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ড) বিভাগীয় প্রধান, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

(ঢ) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা

(ণ) পরিচালক, ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা

(ত) ড. মোঃ শরীফ হোসেন, অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

(থ) ড. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, অধ্যাপক, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিক্যুলার বায়োলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(দ) ড. লাইলা নূর, অধ্যাপক, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিক্যুলার বায়োলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য-সচিব

(ধ) মহাপরিচালক, ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা

কমিটির কার্যাবলী:

(ক) ডিএনএ ল্যাবরেটরী স্থাপন, উহাদের আকার, অবস্থান ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(খ) জাতীয় ডিএনএ ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(গ) ডিএনএ নমুনা বিশ্লেষণের বিশুদ্ধতা, সঠিকতা, গোপনীয়তা এবং ডিএনএ প্রোফাইলসমূহ সংরক্ষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) ডিএনএ ল্যাবরেটরীর উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) ডিএনএ ল্যাবরেটরীর কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন;

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয়।

২। এ সংক্রান্ত গত ০৩-০২-২০২৬ তারিখের নম্বর-৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০২২.১৬.২৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরিয়ম বেগম
সহকারী সচিব।